[২০১৮] ১২ এস. সি. আর. ২৬৩

ই.এ. আবুবকর ও অন্যান্যরা

বনাম

কেরালা রাজ্য ও অন্যান্যরা

(২০১১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২৭১২)

২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮

[মদন বি. লোকুর এবং দীপক গুপ্ত, বিচারপতিদ্বয়]

ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ – ধারা ৩(গ), ৪(১), ১৭(১) এবং ১৭(৪) – বিশেষ তহসিলদার যদি আইনের অধীনে কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন – রাজ্য সরকার ইনফোপার্কের উদ্দেশ্যে তার জেলার জমি অধিগ্রহণ করে এবং আইনের ১৭(১) ধারার অধীনে জরুরি ধারা প্রয়োগ করে – এরপর, আইনের ৪(১) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় – আপিলকারীদের মতে তাদের পৃথক জমি অন্যদের জমির সাথে অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল – আপিলকারীরা যুক্তি দেন যে বিশেষ তহসিলদার অন্যান্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার অধিকারী ছিলেন না যার জন্য তাকে আইনের অধীনে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি – স্থির করে: ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছিল যেখানে বিশেষ তহসিলদারকে কেবলমাত্র তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকা যেকোনো জমির অধিগ্রহণের জন্য কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল যার জন্য আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল – অন্যান্য জমির ক্ষেত্রে কোনো নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য বিশেষ তহসিলদারকে এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হয়নি – ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি একটি ব্যাখ্যামূলক নোট দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল, যা অস্পষ্টতা দূর করে – এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র কর্মকর্তাকে সেইসব ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল যার জন্য ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছিল – যদি রাজ্য তাকে অন্যান্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করাতে চাইত, তবে এই বিষয়ে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা থেকে রাজ্যকে কিছুই আটকাতে পারত না, কিন্তু ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করে বিশেষ তহসিলদার অন্যান্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করতে পারতেন না।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

আদেশ:১. ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কেরালা সরকার একটি বিশেষ তহসিলদার (এলএ), কে.আর.এল. নামে একজন কর্মকর্তাকে আইনের অধীনে কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার জন্য

শুধুমাত্র এর্নাকুলাম জেলার মধ্যে নিযুক্ত করেছিল, এবং শুধুমাত্র তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকা যেকোনো জমির অধিগ্রহণের জন্য যার জন্য ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

২. উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, রাজ্য কেবলমাত্র সেই জমির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মকর্তা অর্থাৎ বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে ক্ষমতা দিয়েছে যার জন্য ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছিল। ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.) কে.আর.এল.-কে অন্য কোনো জমির ক্ষেত্রে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যদিও ব্যাখ্যামূলক নোটটি বিজ্ঞপ্তির অংশ নাও হতে পারে, তবে বিজ্ঞপ্তিতে থাকা অস্পষ্টতা দূর করার জন্য এটি অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাখ্যামূলক নোটটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র কর্মকর্তাকে ৩২০ একর জমির ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছে।

৩. হাইকোর্ট এই মতামত গ্রহণে ভুল করেছে যে, যেহেতু জনস্বার্থ জড়িত, তাই একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে এবং যখন জনস্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে বা চলছে, তখন এই ধরনের অধিগ্রহণ "গূঢ় অতি-প্রযুক্তিগত কারণ" দেখিয়ে বন্ধ করা যায় না। এটি বিচারশাস্ত্রের একটি প্রতিষ্ঠিত অবস্থান যে, যখন আইন কোনো কাজ বা জিনিস করার জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে, তখন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এই ধরনের পদ্ধতির কোনো লঙ্ঘন কার্যটিকে বাতিলযোগ্য করে তুলবে, যদি না তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাজ্য একজন কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনার ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তাকে কালেক্টর হিসাবে কাজ করার জন্য নিয়োগ দিতে পারে। তবে, বিজ্ঞপ্তিটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই ধরনের কালেক্টর কী উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হচ্ছেন। বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে শুধুমাত্র এর্নাকুলাম জেলার মধ্যে কোচিন রিফাইনারিজ লিমিটেড সম্পর্কিত জমি অধিগ্রহণের জন্য কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যদি রাজ্য তাকে অন্যান্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করাতে চাইত, তবে এই বিষয়ে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা থেকে রাজ্যকে কিছুই আটকাতে পারত না, কিন্তু ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করে বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল. অন্যান্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করতে পারেন না। এটি একটি অতি-প্রযুক্তিগত কারণ নয়।

যখন রাজ্য কোনো নাগরিকের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চায়, যা ভারতের সংবিধানের ৩০০(ক) অনুচ্ছেদের অধীনে যেকোনো নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার, তখন তাকে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। এটি দাবি করতে পারে না যে, যেহেতু অধিগ্রহণ জনস্বার্থে, তাই একটি আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। উদার বা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র যে দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে তা হলো আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে এর্নাকুলাম জেলার সমগ্র এলাকার জন্য কালেক্টর হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তিনি কেবল সেইসব অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত যার জন্য কোচিন রিফাইনারিজ লিমিটেডের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছিল।

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২৭১২।

এর্নাকুলামে কেরালা হাইকোর্টের ০৬.০১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, ডব্লিউ.এ. নং ২৪৪৬, ২০০৮-এর সঙ্গে ২০১১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২৭৭৩-২৭৭৪ এবং ২৭৭৫, ।

আর. ভেঙ্কটরমণি, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রীমতী বিন্দু কে. নায়ার, শিনু জে. পিল্লাই, যশরাজ বুন্দেলা, প্রবীণ বিঘ্নেশ, সুশান্ত সিং, বাবি অগাস্টিন, ভি. কে. সিদ্ধার্থন, রঞ্জিত কে. সি., মায়িলসাম কে, নিনর্গাম আর. মৌর্যা (ভি. এন. রঘুনাথীর পক্ষে), আইনজীবীগণ আপিলকারীদের পক্ষে।

বসন্ত আর., কে. এন. বালগোপাল, প্রবীণ আইনজীবীগণ, সাজিথ পি., মোহাম্মদ মনিশ, জি. প্রকাশ, জিষ্ণু এম. এল., শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, শ্রীমতী বীনা প্রকাশ, আইনজীবীগণ উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

দীপক গুপ্ত, বিচারপতি

১. এই আপিলগুলিতে যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো, বিশেষ তহসিলদার (ভূমি অধিগ্রহণ), কোচিন রিফাইনারিজ লিমিটেড, এর্নাকুলাম, ভিতিলা, কোচিন-১৯ [এরপর থেকে "বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল." হিসাবে উল্লিখিত] ইনফোপার্কের জন্য রাজ্য কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষেত্রে ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন (এরপর থেকে "আইন" হিসাবে উল্লিখিত) এর অধীনে কালেক্টর হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন কিনা।

২. ০৫.১২.২০০৫ তারিখে কেরালা সরকার ইনফোপার্কের উদ্দেশ্যে এর্নাকুলাম জেলার ১৭৭.৭৯ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। সরকার আইনের ধারা ১৭(১) এর অধীনে জরুরি ধারা প্রয়োগ করারও অনুমোদন প্রদান করে। এরপর, ১৫.১২.২০০৫ তারিখে, জেলা কালেক্টর, এর্নাকুলাম, ইনফোপার্কের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে নিয়োগ করে একটি সরকারি আদেশ জারি করেন।

এরপর, আইনের ধারা ৪(১) এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারের আদেশ অনুযায়ী, আইনের ধারা ১৭(৪) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আইনের ধারা ৫ (ক) এর প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আপিলকারীদের মতে, তাদের ২৩.৯২ একর জমি অন্যদের জমির সাথে অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আপিলকারীরা আইনের ধারা ৫ (ক) এর অধীনে আপত্তি দাখিল করেন। তাদের মতে, তাদের আপত্তির উপর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং এরপর, তারা কেরালা হাইকোর্টে ২০০৮ সালের রিট পিটিশন নং ৯৭৩৫ দাখিল করেন, যেখানে আইনের ধারা ৪(১) এবং ১৭(৪) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি বাতিলসহ বিভিন্ন প্রতিকার চাওয়া হয়। উত্থাপিত মূল কারণটি ছিল যে বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল. আইনের অধীনে কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার অধিকারী ছিলেন না। রাজ্যের অবস্থান ছিল যে বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল. সমগ্র এর্নাকুলাম জেলার জন্য কালেক্টর হিসাবে কাজ করার অধিকারী ছিলেন এবং তাই ইনফোপার্কের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষেত্রেও কালেক্টর হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন। রিট আদালত এই আপত্তির বিষয়ে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেন। আপিলকারীরা ২০০৮ সালের রিট আপিল নং ২৪৪৬ দাখিল করেন, যা ০৬.০১.২০০৯ তারিখে খারিজ করা হয়।

৩. আমরা আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর. ভেঙ্কটরমণি, ইনফোপার্কের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বসন্ত আর. এবং কেরালা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কে.এন. বালগোপাল-এর বক্তব্য শুনেছি।

৪. আইনের ধারা ৩(গ) এর অধীনে কালেক্টরকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:-

"(গ) "কালেক্টর" অভিব্যক্তিটি একটি জেলার কালেক্টরকে বোঝায়, এবং এতে একজন ডেপুটি কমিশনার এবং উপযুক্ত সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে এই আইনের অধীনে একজন কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত যেকোনো কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত।"

বিধানটির একটি সরল পাঠ এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে তোলে যে, একটি জেলার কালেক্টর এবং ডেপুটি কমিশনার, তাদের পদাধিকার বলে, আইনের অর্থ অনুযায়ী "কালেক্টর" বলে গণ্য হন। উপযুক্ত সরকারও ধারা ৩(গ) এর অধীনে বিশেষভাবে অন্য কোনো কর্মকর্তাকে কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত। এটি স্পষ্ট যে, কালেক্টরের দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য কোনো কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করার জন্য রাজ্যকে একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। রাজ্য তার বিবেচনামতো এই ধরনের কর্মকর্তাকে সমগ্র জেলার জন্য বা একটি বিশেষ প্রকল্পের জন্য নিযুক্ত করতে পারে।

আইনের ধারা ৪ (১) নিম্নরূপ পড়েঃ-

৪. প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনা এবং এর উপর কর্মকর্তাদের ক্ষমতা- (১) যখনই উপযুক্ত সরকারের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো এলাকায় কোনো জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে বা কোনো কোম্পানির জন্য জমির প্রয়োজন অথবা প্রয়োজন হতে পারে, তখন সেই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারি গেজেটে এবং সেই এলাকায় প্রচারিত দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হবে, যার মধ্যে অন্তত একটি আঞ্চলিক ভাষায় হতে হবে, এবং কালেক্টর উক্ত বিজ্ঞপ্তির সারমর্মের জন বিজ্ঞপ্তি সেই এলাকার সুবিধাজনক স্থানগুলিতে জারি করার ব্যবস্থা করবেন (এই ধরনের প্রকাশনা এবং জন বিজ্ঞপ্তি জারির শেষ তারিখ, এরপর থেকে বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনার তারিখ হিসাবে উল্লিখিত হবে)।

৬. বর্তমান ক্ষেত্রে, বিতর্কটি ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আবর্তিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

কেরালা সরকার

রাজস্ব (বি) বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

নং ৫১১৯০/বিআই/৮৯/আরডি তারিখ, ত্রিভান্দ্রম, ২১শে আগস্ট, ১৯৮৯

এস.আর.ও নং ১৭৪৩/৮৯-১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের (কেন্দ্রীয় আইন ১, ১৮৯৪) ধারা ৩ এর দফা (গ) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেরালা সরকার এতদ্বারা বিশেষ তহসিলদার (ভূমি অধিগ্রহণ), কোচিন রিফাইনারিজ লিমিটেড, এর্নাকুলাম ভিতিলা, কোচিন-১৯ কে উক্ত আইনের অধীনে এর্নাকুলাম জেলার মধ্যে কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করে এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপধারা ২ এর অধীনে তাকে, তার কর্মচারী এবং কর্মীদের উক্ত উপধারার অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকা যেকোনো জমির ক্ষেত্রে, যার অধিগ্রহণের জন্য ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, ক্ষমতা প্রদান করে।

রাজ্যপালের আদেশক্রমে

টি. শঙ্করন,

সরকারের অতিরিক্ত সচিব

ব্যাখ্যামূলক নোট

(এটি বিজ্ঞপ্তির অংশ নয় তবে এর সাধারণ উদ্দেশ্য নির্দেশ করার জন্য উদ্দিষ্ট।)

১৫.০৪.১৯৮৯ তারিখের সরকারি আদেশ (এম.এস.) নং ১/৮৯/আইডি অনুসারে সরকার কোচিন রিফাইনারিজ লিমিটেড, আম্বালামুগালের সম্প্রসারণের জন্য ৩২০ একর জমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ৩০ জন কর্মী সহ একটি নতুন বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ ইউনিট তৈরির অনুমোদন দিয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে 'কালেক্টরের' কার্যকারিতা সম্পাদনের জন্য, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাকে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ধারা ৩ (গ) এর অধীনে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। তাই এই বিজ্ঞপ্তি। রাজ্য কর্তৃক দাবি করা হয়েছে যে, ব্যাখ্যামূলক নোটটি বিজ্ঞপ্তির অংশ না হওয়ায় এটি বিবেচনায় নেওয়া উচিত নয়।

৭. আপিলকারীদের মতে, বিজ্ঞপ্তির ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট যে বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে কেবল সেইসব জমির জন্য কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে যার অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি ধারা ৪ এর অধীনে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, আপিলকারীদের মতে, বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-এর অন্যান্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই যার জন্য তাকে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। আপিলকারীরা ব্যাখ্যামূলক নোটের উপরও নির্ভর করে এবং জমা দেয় যে, যদিও এটি বিজ্ঞপ্তির অংশ নাও হতে পারে তবে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-এর নিয়োগ শুধুমাত্র কোচিন রিফাইনারিজ লিমিটেডের সম্প্রসারণের সাথে জড়িত ৩২০ একর জমির জন্য ছিল এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের অবস্থান হলো যে, এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.) কে.আর.এল.-কে বিশেষভাবে এর্নাকুলাম জেলার জন্য "কালেক্টর" হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাই এর্নাকুলাম জেলার সমস্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য কালেক্টর হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত। রাজ্যের পক্ষে জমা দেওয়া হয়েছে যে "হয়েছে" শব্দটি কেবল অতীত কালে পড়া যায় না এবং "হয়েছে" শব্দটি "হয়" হিসাবে পড়া যেতে পারে। এটিও দাবি করা হয়েছে যে, জেলা কালেক্টর ১৫.১২.২০০৫ তারিখের আদেশ দ্বারা বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে কাজ বিতরণ করেছেন।

৮. বিজ্ঞপ্তিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কেরালা সরকার বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল. নামে একজন কর্মকর্তাকে আইনের অধীনে কালেক্টরের কার্যকারিতা সম্পাদন করার জন্য শুধুমাত্র এর্নাকুলাম জেলার মধ্যে নিযুক্ত করেছিল, এবং শুধুমাত্র তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকা যেকোনো জমির অধিগ্রহণের জন্য যার জন্য আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

৯. বিজ্ঞপ্তিটি সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে, আমাদের মতে, রাজ্য কেবলমাত্র সেই জমির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মকর্তা অর্থাৎ বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে ক্ষমতা দিয়েছে যার জন্য ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছিল। ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.) কে.আর.এল.-কে অন্য কোনো জমির ক্ষেত্রে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যদিও ব্যাখ্যামূলক নোটটি বিজ্ঞপ্তির অংশ নাও হতে পারে, তবে বিজ্ঞপ্তিতে থাকা কোনো অস্পষ্টতা দূর করার জন্য এটি অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাখ্যামূলক নোটটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র কর্মকর্তাকে ৩২০ একর জমির ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছে।

১০. ১৫.১২.২০০৫ তারিখের সরকারি আদেশ (জি.ও.) সম্পর্কে আমাদের শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, আইনের ধারা ৩(গ) এর অধীনে, কেবলমাত্র উপযুক্ত সরকারই অন্য কোনো কর্মকর্তাকে বিশেষভাবে কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করতে পারে। জেলা কালেক্টরের এই ক্ষমতা নেই।

১১. হাইকোর্ট এই মতামত গ্রহণ করেছে যে, যেহেতু জনস্বার্থ জড়িত, তাই একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে এবং যখন জনস্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে বা চলছে, তখন এই ধরনের অধিগ্রহণ "গূঢ় অতি-প্রযুক্তিগত কারণ" দেখিয়ে বন্ধ করা যায় না। হাইকোর্টের এই মতামতের সাথে আমরা কোনোভাবেই একমত নই। এটি বিচারশাস্ত্রের একটি প্রতিষ্ঠিত অবস্থান যে, যখন আইন কোনো কাজ বা জিনিস করার জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে, তখন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এই ধরনের পদ্ধতির কোনো লঙ্ঘন কার্যটিকে বাতিলযোগ্য করে তুলবে, যদি না তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাজ্য একজন কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনার ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তাকে কালেক্টর হিসাবে কাজ করার জন্য নিয়োগ দিতে পারে। তবে, বিজ্ঞপ্তিটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই ধরনের কালেক্টর কী উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হচ্ছেন। বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে শুধুমাত্র এর্নাকুলাম জেলার মধ্যে কোচিন রিফাইনারিজ লিমিটেড সম্পর্কিত জমি অধিগ্রহণের জন্য কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যদি রাজ্য তাকে অন্যান্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করাতে চাইত, তবে এই বিষয়ে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা থেকে রাজ্যকে কিছুই আটকাতে পারত না, কিন্তু ২১.০৮.১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করে বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল. অন্যান্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টর হিসাবে কাজ করতে পারেন না। এটি একটি অতি-প্রযুক্তিগত কারণ নয়। যখন রাজ্য কোনো নাগরিকের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চায়, যা ভারতের সংবিধানের ৩০০(ক) অনুচ্ছেদের অধীনে যেকোনো নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার, তখন তাকে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

এটি দাবি করতে পারে না যে, যেহেতু অধিগ্রহণ জনস্বার্থে, তাই একটি আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। উদার বা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র যে দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে তা হলো আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের সুচিন্তিত মতে, বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল.-কে এর্নাকুলাম জেলার সমগ্র এলাকার জন্য কালেক্টর হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তিনি কেবল সেইসব অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত যার জন্য কোচিন রিফাইনারিজ লিমিটেডের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছিল।

১২. শ্রী কে.এন. বালগোপাল দাবি করেছেন যে বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.), কে.আর.এল. কেবল ইনফোপার্কের ক্ষেত্রেই নয়, আরও অনেক মামলায় কালেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন এবং অনেক ভূমি মালিক পুরস্কার গ্রহণ করেছেন এবং যদি আমরা রাজ্যের বিরুদ্ধে বিষয়টি সিদ্ধান্ত নিই তবে অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই আমরা এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, যদি কোনো ভূমি মালিক বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.) কে.আর.এল.-এর কর্তৃত্বের প্রতি কোনো আপত্তি না করে কালেক্টরের পুরস্কার গ্রহণ করে থাকেন অথবা কেবল পরিমাণ ও এলাকা সম্পর্কিত আপত্তি দাখিল করে থাকেন এবং বিশেষ তহসিলদার (এল.এ.) কে.আর.এল.-এর কালেক্টর হিসাবে কাজ করার কর্তৃত্ব নিয়ে বিতর্ক না করে থাকেন, তবে এই ধরনের ভূমি মালিক এই সিদ্ধান্তের সুবিধা নিতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্তটি কেবল আমাদের সামনে থাকা আপিলকারীদের সুবিধার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৩. সেই অনুযায়ী, আপিলগুলি মঞ্জুর করা হলো। কোনো মুলতুবি আবেদন (গুলি) থাকলে তাও মঞ্জুর করা হলো। হাইকোর্টের ২০০৮ সালের রিট আপিল নং ২৪৪৬ এর ০৬.০১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ এবং ২০০৮ সালের রিট পিটিশন নং ৯৭৩৫ এর ২৫.১১.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ উপরোক্ত শর্তাবলী অনুসারে বাতিল করা হলো। আমরা এটিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, আমাদের সামনে অন্য কোনো বিষয় উত্থাপিত হয়নি এবং তাই, রাজ্য যদি এখনও জমি অধিগ্রহণ করতে চায় তবে আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল অনুমোদিত।

[২০১৮] ১২ এস.সি.আর.২৭১

ওকহার্ডট লিমিটেড

বনাম

টোরেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং আরেকজন

(২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৯৮৪৪)

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮

[আর. এফ. নারিমান এবং ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতিদ্বয়]

ট্রেডমার্ক: লঙ্ঘন এবং স্বত্বহরণ - উত্তরদাতার কাইমোরাল এবং কাইমোরাল ফোর্ট নামক দুটি ট্রেডমার্ক রয়েছে, যা অস্ত্রোপচারের পর ফোলা বা ক্ষতের জন্য ব্যবহৃত একটি ঔষধ – কাইমো শব্দটি ঔষধটির জেনেরিক নাম কাইমোট্রিপসিন-ট্রিপসিন থেকে এসেছে – ২০১৪ সালে, আপিলকারী উত্তরদাতা নং ১-এর নিবন্ধনের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকা সত্ত্বেও কাইমট্রাল ট্রেডমার্কটি অর্জন করে – উত্তরদাতার দ্বারা লঙ্ঘন ও স্বত্বহরণের জন্য মামলা দায়ের করা হয় – হাইকোর্টের একক বিচারক এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করেন যে, বিভ্রান্তি অনুমেয় হতে পারে, কিন্তু প্রতারণা বা ছলনা নয় এবং উৎসের বিষয়ে আপিলকারী দ্বারা কোনো ভুল উপস্থাপনা করা হয়নি, এমনকি সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকলেও – ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয় যে, দুটি ট্রেড নামের মধ্যে 'ও' অক্ষরের পরিবর্তে 'টি' অক্ষর ব্যবহারই একমাত্র পার্থক্য, এবং প্রতারণামূলক সাদৃশ্যের কারণে বিভ্রান্তি ঘটবে, আইনগতভাবেও ভুল উপস্থাপনা প্রমাণিত হয়েছে, এইভাবে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয় – আপিলে,স্থির করে: যদিও স্বত্বহরণ, সারমর্মে, প্রতারণার উপর ভিত্তি করে একটি পদক্ষেপ, তবে জালিয়াতি কার্যধারার অধিকারের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নয়, এবং আপিলকারীর মানসিক অবস্থা স্বত্বহরণের কার্যকারণ বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক, যদি আপিলকারী অন্যথায় উত্তরদাতার চিহ্ন নকল বা গ্রহণ করে থাকে – তথ্যের ভিত্তিতে, ১৭.১১.২০১৭ তারিখের পর, আপিলকারী কাইমোওক নামে একটি নতুন ট্রেড নামে একই পণ্য বিক্রি শুরু করে এবং এই নতুন ট্রেড নামের অধীনে গত ১০ মাসের বিক্রির পরিমাণ ছিল ২.৭১ কোটি টাকা – এই ট্রেড নামটি ২০০৮ সালের একটি তারিখ থেকে কার্যকর করে আপিলকারীর নামে ১৪.১১.২০০৯ তারিখে অনেক আগেই নিবন্ধিত হয়েছিল, কিন্তু আপিলকারীর বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের রায় পাশ না হওয়া পর্যন্ত এটি ব্যবহার করা হয়নি – কাইমট্রাল ট্রেড নামের অধীনে অবশিষ্ট মজুত সামগ্রী নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর উৎপাদিত সামগ্রী আপিলকারীর পক্ষে স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করা সত্ত্বেও উক্ত ট্রেড নামে বিক্রি করা হচ্ছে না –

আপিলকারীর 'নতুন' ট্রেড নামে যথেষ্ট পরিমাণ বিক্রির পরিপ্রেক্ষিতে, সংবিধানের ১৩৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বেচ্ছাধীন এখতিয়ার আপিলকারীর পক্ষে প্রয়োগ করা হয়নি – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৩৬।

ওয়ান্ডার লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম অ্যান্টক্স ইন্ডিয়া পি. লিমিটেড ১৯৯০ (সম্পূরক) এসসিসি ৭২৭; ক্যাডিলা হেলথ কেয়ার লিমিটেড বনাম ক্যাডিলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (২০০১) ৫ এসসিসি ৭৩; লক্ষ্মীকান্ত ভি. প্যাটেল বনাম চেতনভাই শাহ এবং আরেকজন (২০০২) ৩ এসসিসি ৬৫; এস. সৈয়দ মহিউদ্দিন বনাম পি. সুলোচনা বাই (২০১৬) ২ এসসিসি ৬৮৩; সত্যম ইনফোওয়ে লিমিটেড বনাম সিফিন্যাট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৪) ৬ এসসিসি ১৪৫ – উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

১৯৯০ (সম্পূরক) এসসিসি ৭২৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৬
(২০০১) ৫ এসসিসি ৭৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৭
(২০০২) ৩ এসসিসি ৬৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯
(২০১৬) ২ এসসিসি ৬৮৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯
(২০০৪) ৬ এসসিসি ১৪৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯৮৪৪।

২০১৭ সালের ১২৫ নং বাণিজ্যিক আপিলে বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ১৭.১১.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

মুকুল রোহতগি, গুরু কৃষ্ণ কুমার, ড. এ. এম. সিংভি, প্রবীণ আইনজীবীগণ, নিনাদ লাউড, শ্রীমতি স্মৃতি চুরিয়াল, ইভো ডি'কোস্টা, আমান বর্মা, অসীম সুদ, নন্দন পেন্ডসে, শ্রীমতি মাধবী খান্না, শ্রীমতি ভার্গবী কান্নান, রিদম বি., শ্রীমতি ঐশ্বর্য মোদি, শ্রীমতি লিজ ম্যাথিউ, আইনজীবীগণ উপস্থিত পক্ষগণের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

আর. এফ. নারিমান, বিচারপতি

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. বর্তমান আপিলটি একটি মামলার ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়েছে যা লঙ্ঘন এবং স্বত্বহরণ উভয়ের উপর ভিত্তি করে দায়ের করা হয়েছিল। তবে, বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার শুনানির সময়, যুক্তিগুলো কেবল স্বত্বহরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

৩. এই আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় মূল বিষয়গুলি হলো যে, বাদী/উত্তরদাতার "কাইমোরাল" এবং "কাইমোরাল ফোর্ট" নামক ট্রেডমার্ক রয়েছে, যা অস্ত্রোপচারের পর সৃষ্ট ফোলা এবং/অথবা ক্ষতের জন্য ব্যবহৃত একটি ঔষধ। এটি লক্ষণীয় যে "কাইমো" অভিব্যক্তিটি ঔষধটির সাধারণ নাম "কাইমোট্রিপসিন-ট্রিপসিন" থেকে এসেছে। বিজ্ঞ একক বিচারক অবশেষে, ঘটনা এবং মামলার রায়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উল্লেখ করার পর, নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত দেন:

"৪৫. বর্তমান মামলায়, আমি সন্তুষ্ট নই যে এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে কোনোটিই পূরণ হয়েছে। উৎসের খ্যাতি পর্যাপ্তভাবে প্রদর্শিত হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্যগুলি দীর্ঘকাল ধরে সহাবস্থান করছে এবং আমি উৎসের বিষয়ে ওকহার্ডট দ্বারা ভুল উপস্থাপনা অনুমান করতে পারি না এবং করবও না, এমনকি যদি সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। টরেন্টের পূর্বের আচরণ এবং ওকহার্ডটের ট্রেডমার্ক নিবন্ধন আবেদন, এর বিজ্ঞাপন এবং পরবর্তী নিবন্ধন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বা জ্ঞান ছিল বলে ধরে নেওয়া সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয়তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, যেখানে টরেন্ট বা তার পূর্বসূরিদের পক্ষ থেকে একটিও আপত্তি জানানো হয়নি। সতর্কতা বা বাজারে অন্যান্য অংশীদারদের সহাবস্থান সম্পর্কে কোনো উত্তর নেই। এই প্রাথমিক পর্যায়ে আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় কোনো ভুল উপস্থাপনা দেখানো হয়নি। যেহেতু প্রাথমিকভাবে কোনো মামলা তৈরি হয়নি, তাই আমি নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারি না। সুবিধার ভারসাম্য আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে উত্তরদাতাদের অনুকূলে বলে মনে হয়; সর্বোপরি, বাদীর জ্ঞান অনুযায়ী, তাদের পণ্য দীর্ঘকাল ধরে, অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে বাজারে রয়েছে, এবং এই পর্যায়ে একটি নিষেধাজ্ঞা 'ওয়ান্ডার বনাম অ্যান্টক্স' আমাদের যে প্রাথমিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কথা বলে, তার থেকে অনেক দূরে। বাদীর কোনো ক্ষতি নেই, অপূরণীয় ক্ষতি তো দূরের কথা, যদি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা হয়। উত্তরদাতাদের ব্যবসা কোটি কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেলেও বাদী এই পুরো সময় কোনো নিষেধাজ্ঞা পায়নি। নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা অন্যায্যভাবে একচেটিয়া হবে।"

৪. ডিভিশন বেঞ্চ, একটি বিপরীত আদেশে, অবশেষে দেখতে পায় যে স্বত্বহরণের জন্য তিনটি পরীক্ষার প্রতিটিই বাস্তবতার ভিত্তিতে পূরণ হয়েছে, যথা, খ্যাতির প্রতিষ্ঠা, আইনগতভাবে বোঝা ভুল উপস্থাপনা এবং বাদীর ক্ষতি বা আঘাতের সম্ভাবনা। প্রথম গণনায়, ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয় যে বাদী ২০১৪ সালে এল্ডার অ্যান্ড কোম্পানি নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এই মার্কটি অর্জন করেছিল, যারা আবার আর্মার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এই মার্কটি পেয়েছিল।

বাদীর পক্ষে যে দাবি করা হয়েছে, তা অন্তত ১৯৮৮ সাল থেকে, যখন এল্ডার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত দুটি ট্রেড নামে ঔষধ বিক্রি করেছিল। ডিভিশন বেঞ্চ বাদীর অভিযোগপত্রও উল্লেখ করেছে, যেখানে ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ সালের জন্য যথাক্রমে ৫৯ কোটি এবং ৯৫ কোটি টাকার বিক্রয় পরিসংখ্যানের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে খুঁজে পাওয়ার পর, ডিভিশন বেঞ্চ তারপর বলেছে যে, খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটি স্পষ্ট। যখন ভুল উপস্থাপনার কথা আসে, তখন ডিভিশন বেঞ্চ দেখেছে যে, ঔষধের ক্রেতারা, যারা একটি তফসিল-এইচ ঔষধ, ডাক্তার এবং অন্যান্য শিক্ষিত রোগী হওয়া সত্ত্বেও, বিভ্রান্তি সম্ভবত দেখা দিতে পারে। তারা দেখেছে যে 'ও' অক্ষরের পরিবর্তে 'টি' অক্ষর ব্যবহারই দুটি ট্রেড নামের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য, এবং অতএব, আইনগতভাবে, প্রতারণামূলক সাদৃশ্যের কারণে বিভ্রান্তি দেখা দিলে, আইনগত ভুল উপস্থাপনাও প্রমাণিত হয় বলে তারা মনে করেছে। তৃতীয় গণনায়, তারা বলেছে, নিঃসন্দেহে বাদীর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে।

৫. ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারকের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেছে এই মর্মে চূড়ান্ত রায় দিয়ে যে, ভুল পরীক্ষাগুলি আইনগতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ রায়টি "নথির মুখে স্পষ্ট আইনের ত্রুটি দ্বারা দূষিত" হয়েছিল। তারা আরও রায় দিয়েছে নিম্নরূপ:

"১০২. বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশ উল্লেখ করার পর, প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে, আমরা এই মত পোষণ করি যে এটি রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট আইনের ত্রুটি দ্বারা দূষিত হয়েছে। প্রশ্নবিদ্ধ আদেশটি আপাতদৃষ্টিতে ভুল এবং অবৈধ। এটি বাদীর ত্রাণ অস্বীকার করার সময় স্বীকৃত বাস্তব উপাদান এবং প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষাগুলিকে উপেক্ষা করে। এই কারণগুলির জন্য, এটি অস্থিতিশীল এবং আমাদের এটি বাতিল ও রদ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। সেই অনুযায়ী, এটি বাতিল ও রদ করা হলো।"

অতএব, এটি বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়কে বাতিল করে এবং চাওয়া অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করে। এটি ১২ সপ্তাহের জন্য আদেশটি স্থগিত করে, যা এই আদালত কর্তৃক আজ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৬. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গুরু কৃষ্ণ কুমার দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দিয়েছেন যে, ডিভিশন বেঞ্চের রায় বাতিল করা উচিত কারণ এটি

'ওয়ান্ডার লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম অ্যান্টক্স ইন্ডিয়া পি. লিমিটেড' ১৯৯০ (সম্পূরক) এসসিসি ৭২৭-এর এই আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করেছে, বিশেষ করে এর অনুচ্ছেদ ১৪, যা নিম্নরূপ:-

১৪. ডিভিশন বেঞ্চের সামনে আপিলগুলি ছিল একক বিচারকের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে। এই ধরনের আপিলে, আপিল আদালত প্রথম দৃষ্টান্তের আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তার নিজস্ব স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রতিস্থাপন করবে না, যদি না দেখানো হয় যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নির্বিচারে, খামখেয়ালীভাবে বা বিকৃতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে অথবা যেখানে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত আইনী নীতিগুলি উপেক্ষা করেছে। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপিলকে নীতির উপর আপিল বলা হয়। আপিল আদালত উপকরণগুলি পুনরায় মূল্যায়ন করবে না এবং নিচের আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে না, যদি সেই আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত উপকরণগুলির উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভবপর হয়ে থাকে। আপিল আদালত সাধারণত আপিলের অধীনে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করার জন্য শুধুমাত্র এই যুক্তিতে সঙ্গত হবে না যে, যদি তারা বিচারের পর্যায়ে বিষয়টি বিবেচনা করত তবে তারা একটি বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছাত। যদি বিচার আদালত যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বিচারিক পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে, তবে আপিল আদালত একটি ভিন্ন মতামত নিলেও তা বিচার আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগে হস্তক্ষেপকে ন্যায্যতা নাও দিতে পারে। এই নীতিগুলি উল্লেখ করার পর গজেন্দ্রগাদকর, বিচারপতি. 'প্রিন্টার্স (মাইসোর) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পোথান জোসেফ', ১৯৬৩ এসসিআর ৭১৩ এ ৭২১ পৃষ্ঠায় বলেছেন:

'... এই নীতিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ভিসকাউন্ট সাইমন 'চার্লস ওসেনটন অ্যান্ড কো. বনাম জ্যানাটন', ১৯৪২ এসি ১৩০-এ যেমন উল্লেখ করেছেন, '... ... একজন বিচারকের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেওয়া আদেশের আপিল আদালত কর্তৃক বাতিলের আইন সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং যে কোনো অসুবিধা দেখা দেয় তা কেবল একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলির প্রয়োগের কারণে হয়।'

আপিলকারী রায়টি এই নীতির প্রতি সম্মান জানায় বলে মনে হয় না।"

বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী অনুসারে, একক বিচারকের অনুচ্ছেদ ৪৫-এ দেওয়া সারাংশে ডিভিশন বেঞ্চ হস্তক্ষেপ করতে পারত না, কারণ আইনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল যে তিনটি পরীক্ষার একটিও পূরণ হয়নি বরং

স্পষ্টতই মেনে নেওয়ার একটি ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য বাদীর অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ অস্বীকার করা উচিত। তিনি তার জমা দেওয়ার সমর্থনে বেশ কয়েকটি রায় উল্লেখ করেছিলেন।

৭. অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী ড. এ.এম. সিংভি বিভিন্ন রায় প্রচুর পরিমাণে উল্লেখ করে ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায়কে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন যে, ডিভিশন বেঞ্চের রায় আসলে আইনের ত্রুটির কারণে বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়কে বাতিল করেছে এবং সেই কারণে তথ্যের উপর নয়, নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেছে। তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে, ১৯৮৮ সাল থেকে বিক্রয় পরিসংখ্যান দ্বারা খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; "ভুল উপস্থাপনা" আইনগতভাবে বোঝা অর্থে প্রমাণিত হয়েছে, অর্থাৎ প্রতারণার অভিপ্রায়ের অনুপস্থিতি আইনে কোনো প্রতিরক্ষা নয়, এবং স্বত্বহরণে কার্যকারণ বিদ্যমান থাকার জন্য উত্তরদাতার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি এই বিষয়টি জোর দিয়ে বলেছেন যে, যেহেতু খ্যাতি প্রমাণিত হয়েছে, এবং বিজ্ঞ একক বিচারক নিজেই বলেছিলেন যে "বিভ্রান্তি" প্রমাণিত হয়েছে, তাই বিজ্ঞ একক বিচারক এই কথা বলে সম্পূর্ণ ভুল করেছেন যে, আরও একটি শর্ত, যেমন, জালিয়াতি বা প্রতারণা, প্রয়োজনীয় ছিল। তৃতীয় দিক থেকে, এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাদীর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে এটি স্পষ্ট। ক্যাডিলা হেলথ কেয়ার লিমিটেড বনাম ক্যাডিলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (২০০১) ৫ এসসিসি ৭৩ এর মতো নয়, এখানে যেহেতু বিক্রি হওয়া ঔষধ একই ফর্মুলেশন নিয়ে গঠিত, তাই সাধারণ জনগণের কোনো ক্ষতি না হলেও, এটি তাদের অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ পাওয়ার অধিকার অস্বীকার করবে না, এবং এটি কেবল একটি অতিরিক্ত কারণ যা বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন, পাশাপাশি মেনে নেওয়ার যুক্তি খণ্ডন করার জন্যও।

৮. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর বক্তব্য কিছুক্ষণ শোনার পর, আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, বিজ্ঞ একক বিচারক মামলার রায়গুলি উল্লেখ করার পর, ২৭ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলেছেন: "আমি মনে করি আমাকে শ্রী দ্বারকাদাসের এই যুক্তি মেনে নিতে হবে যে, বিভ্রান্তি অনুমান করা যেতে পারে, কিন্তু প্রতারণা বা ছলনা নয়।" ৪৫ অনুচ্ছেদে, বিজ্ঞ একক বিচারক আরও বলেছেন যে, তিনি উৎসের বিষয়ে ওকহার্ডট দ্বারা ভুল উপস্থাপনা অনুমান করবেন না, এমনকি যদি সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে।

৯. এই মুহূর্তে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, দ্বিতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে, এই আদালত অসংখ্য রায়ে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, যদিও স্বত্বহরণ সারমর্মে প্রতারণার উপর ভিত্তি করে একটি পদক্ষেপ, তবে জালিয়াতি কার্যধারার অধিকারের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপাদান নয়, এবং স্বত্বহরণের কার্যকারণ বিদ্যমান থাকার জন্য উত্তরদাতার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক, যদি অন্যথায় উত্তরদাতা বাদীর চিহ্ন নকল বা গ্রহণ করে থাকে।

আমাদের রায়গুলির মধ্যে একটি থেকে শুধু আইনটি বলা প্রয়োজন— সেটি হলো লক্ষ্মীকান্ত ভি. প্যাটেল বনাম চেতনভাই শাহ এবং আরেকজন, (২০০২) ৩ এসসিসি ৬৫, যেখানে নিম্নরূপ বলা হয়েছে:

"১৩. স্বত্বহরণের মামলায়, অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা চাওয়া সাধারণত অপরিহার্য। এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করার নীতিগুলি অন্য যেকোনো অভিযোগকৃত ক্ষতির বিরুদ্ধে মামলার মতোই। বাদীকে একটি প্রাথমিক মামলা, তার অনুকূলে সুবিধার ভারসাম্য এবং নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর না হলে তার অপূরণীয় ক্ষতির প্রমাণ দিতে হবে। কার্লি (উপরিউক্ত, অনুচ্ছেদ ১৬.১৬) এর মতে, স্বত্বহরণের মামলাগুলি প্রায়শই ইচ্ছাকৃত এবং অভিপ্রায়মূলক ভুল উপস্থাপনার ঘটনা হয়, কিন্তু এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, জালিয়াতি কার্যধারার অধিকারের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান নয়, এবং প্রতারণার অভিপ্রায়ের অনুপস্থিতি কোনো প্রতিরক্ষা নয়, যদিও জালিয়াতিমূলক অভিপ্রায়ের প্রমাণ বাদীকে প্রতারণার সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। ক্রিস্টোফার ওয়াডলো তার 'আইনগত স্বত্বহরণ' (১৯৯৫ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩.০৬) গ্রন্থে বলেছেন যে, স্বত্বহরণের মামলায় সফল হওয়ার জন্য বাদীকে প্রকৃত ক্ষতির প্রমাণ দিতে হয় না। ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। একই বিজ্ঞ লেখক বলেছেন যে, স্বত্বহরণের কার্যকারণ বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে উত্তরদাতার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক (উপরিউক্ত, অনুচ্ছেদ ৪.২০ এবং ৭.১৫)। আদালত কর্তৃক মঞ্জুরকৃত নিষেধাজ্ঞা কেমন হবে তা প্রতিটি মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যেখানে একজন উত্তরদাতা বাদীর স্বতন্ত্র ট্রেডমার্ক বা ব্যবসায়িক নাম নকল বা গ্রহণ করেছে, সেখানে আদেশটি একটি চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা হতে পারে যে সে সেই নামে ব্যবসা ব্যবহার বা পরিচালনা করতে পারবে না। (কার্লি, উপরিউক্ত, অনুচ্ছেদ ১৬.৯৭)।"

এই রায়টি এস. সৈয়দ মহিউদ্দিন বনাম পি. সুলোচনা বাই, (২০১৬) ২ এসসিসি ৬৮৩ এর ৬৯৯-৭০০ পৃষ্ঠায় অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সত্যম ইনফোওয়ে লিমিটেড বনাম সিফিন্যাট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, (২০০৪) ৬ এসসিসি ১৪৫ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে:

"১৪. স্বত্বহরণের কার্যধারায় বাদীকে যে দ্বিতীয় উপাদানটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা হলো উত্তরদাতা কর্তৃক জনগণের কাছে ভুল উপস্থাপনা। 'ভুল উপস্থাপনা' শব্দটির অর্থ এই নয় যে বাদীকে উত্তরদাতার পক্ষ থেকে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে হবে। অবশ্যই, যদি ভুল উপস্থাপনা ইচ্ছাকৃত হয়, তবে এটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, বাদীর খ্যাতি এমন যে উত্তরদাতার পক্ষে তা থেকে লাভবান হওয়া উপযুক্ত।

একটি সরল ভুল উপস্থাপনা কেবলমাত্র বাদীর জন্য চূড়ান্ত প্রতিকারের প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক হবে [ক্যাডবেরি শোয়েপস বনাম পাব স্কোয়াশ, ১৯৮১ আরপিসি ৪২৯ : (১৯৮১) ১ অলইআর ২১৩ : (১৯৮১) ১ ডব্লিউএলআর ১৯৩ (পিসি); এর্ভেন ওয়ার্নিক বনাম টাউনএন্ড, ১৯৮০ আরপিসি ৩১ : (১৯৭৯) ২ অলইআর ৯২৭ : ১৯৭৯ এসি ৭৩১ (এইচএল)].....”

১০. ডিভিশন বেঞ্চ মূলত এই কারণে বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়ে হস্তক্ষেপ করেছে এবং আরও দেখেছে যে, বিজ্ঞ একক বিচারকের এই বক্তব্যটি ভুল ছিল যে "উৎসের খ্যাতি পর্যাপ্তভাবে প্রদর্শিত হয়নি"। তারা দেখতে পেয়েছে যে খ্যাতি বিক্রয় পরিসংখ্যান থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাদী যে স্পষ্টতই একজন পূর্ববর্তী ব্যবহারকারী ছিলেন, তা এটি স্পষ্ট করে তোলে যে স্বত্বহরণের কার্যধারার প্রথম পূর্বশর্ত পূরণ হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ এবং বিজ্ঞ একক বিচারক মূলত মেনে নেওয়ার সম্মতি প্রশ্নে মতবিরোধে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিজ্ঞ একক বিচারক দেখতে পেয়েছিলেন যে, দীর্ঘকাল ধরে নীরবতা ছিল তা-ই নয়, বরং বাদীর পক্ষ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ ছিল যা উত্তরদাতাকে বিশ্বাস করাতে সাহায্য করেছিল যে সে তার ব্যবসা গড়ে তুলতে পারে, এবং সেই মুহূর্তে বাদী সেই ব্যবসাকে বাধা দিতে এবং গলা টিপে ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যখন বিক্রি বাড়ছিল। এই গণনায়, ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারকের উপর নিম্নরূপ হস্তক্ষেপ করেছে:

"৮৯. বিজ্ঞ বিচারক তারপর বাদীর উপর মেনে নেওয়ার দোষারোপ করেছেন। বাদীর পূর্বসূরি ট্রেডমার্ক নিবন্ধন আবেদনে আপত্তি জানায়নি। এটি অন্যদের তা করার অনুমতি দিয়েছে এবং সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর মামলা করতে ব্যর্থ হয়েছে বাদী। সুতরাং, বাদীর পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি নেই। এর অর্থ কেবল এই যে, উত্তরদাতা যখন নিবন্ধনের আবেদন করেছিল তখন বাদী চুপ ছিল। তারা উত্তরদাতার আবেদনের বিজ্ঞাপন বা যখন উত্তরদাতা তার পণ্য বাজারে নিয়ে এসেছিল তখন তাতে আপত্তি জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা অন্যান্য সত্ত্বাকে তাদের পণ্য বাজারে আনতে বাধা দেয়নি। এটি মেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট অনুমান। আমরা মনে করি না যে এটি ঘটনা এবং আইনে সঠিক অবস্থান। প্রতিরক্ষায় মেনে নেওয়ার একটি দাবি উত্থাপন করতে হলে, সফল হওয়ার জন্য, সেই মর্মে জোরালো উপাদান দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। যেহেতু বিজ্ঞ একক বিচারক মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের 'এম/এসপাওয়ার কন্ট্রোল অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যান্ড অর্স. বনাম সুমিত মেশিনস প্রাইভেট লিমিটেড, (১৯৯৪) ২ এসসিসি ৪৪৮' মামলার রায় উল্লেখ করেছেন, তাই আমরা এটি কিছুটা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব। এই রায়ের অনুচ্ছেদ ৪, ৫, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ এর উপর শ্রী তুলজাপুরকর প্রবলভাবে নির্ভর করেছিলেন। এতে, ঘটনা এবং জমা দেওয়া যুক্তিগুলি সারসংক্ষেপ করা হয়েছে।

তারপর, ২০ নং অনুচ্ছেদে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সামনে উত্তরদাতাদের যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩০ নং অনুচ্ছেদে, ইংরেজি রায়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৩১ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত। এরপর, আমাদের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এবং অন্যান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

৯০. আমরা শ্রী তুলজাপুরকরের সাথে একমত যে, এমনকি এই প্রাথমিক পর্যায়েও, বাদীর উপর এমন কোনো ইতিবাচক কাজ আরোপ করা যায় না যা ত্রাণ অস্বীকার করতে পারে। কোনো মেনে নেওয়া অনুমান করা যায় না। কিছু সাধারণ নীতি উল্লেখ করা ছাড়া, আমরা বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে এমন কোনো উপাদান দেখতে পাচ্ছি না যা থেকে মেনে নেওয়ার অনুমান করা যেতে পারে। শ্রী দ্বারকাদাস এই বিষয়ে কিছু রায়ের উপর নির্ভর করেছেন এবং এমনকি লিখিত দাখিলেও সাধারণ নীতিগুলির উল্লেখ রয়েছে। প্রথম উত্তরদাতা যা বলেছে তা নিম্নরূপ:

"(ii) উত্তরদাতা নং ১ এর পক্ষে মেনে নেওয়ার প্রতিরক্ষা উপলব্ধ, যেহেতু বাদী তার অধিকার সম্পর্কে অবগত ছিল এবং উত্তরদাতা তার নিজের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল এবং তা সত্ত্বেও, বাদী উত্তরদাতার কার্যকলাপে সম্মতি দেয় বা নিষ্ক্রিয় থাকে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্ত পরিস্থিতিতে বাদীকে নিষেধাজ্ঞার ত্রাণ মঞ্জুর করা অন্যায্য হবে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, প্রয়োজনীয়তাগুলি যথাযথভাবে পূরণ হয়েছে এবং উপরের ঘটনাগুলির ভিত্তিতে যেখানে ২০০৯/১১ সাল থেকে, আপিলকারী/তার পূর্বসূরিরা উত্তরদাতা নং ১ এর ট্রেডমার্ক সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত; উত্তরদাতা নং ১ এর মার্কের প্রকাশ্য এবং ব্যাপক ব্যবহার; এবং ৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে আপিলকারী বা তার পূর্বসূরিরা একই বিষয়ে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। বরং, আপিলকারীর ২০১৪ সালের ট্রেডমার্ক অধিগ্রহণ উত্তরদাতা নং ১ এর ট্রেডমার্ক গ্রহণ এবং ব্যবহার ও নিবন্ধনের সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সহ। যেমন, মেনে নেওয়া এবং অধিকার ত্যাগের নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর।"

"(iii) মেনে নেওয়া হলো বন্ধের একটি প্রকার এবং তাই এটি প্রমাণ ও ন্যায়বিচারের একটি নিয়ম উভয়ই। এটি 'ইন পাইস' বন্ধ: একটি পক্ষ তার নিজের আচরণের দ্বারা অন্য পক্ষের ক্ষতির জন্য একটি অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে যারা সেই আচরণের উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করেছে।"

(iv) মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের মেসার্স পাওয়ার কন্ট্রোল অ্যাপ্লায়েন্সেস এবং অন্যান্য বনাম

সুমিত মেশিনস প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৯৪) ২ এসসিসি ৪৪৮ শীর্ষক রায়ে উল্লিখিত 'ইতিবাচক কাজ' বলতে এটি বোঝায় না যে, বাদী বিবাদীর কার্যকলাপে প্রথমে 'সবুজ সংকেত' দেবে, কেবল পরে অভিযোগ করার জন্য। 'ইতিবাচক কাজ' হলো 'পাশাপাশি থাকা' বা 'নিষ্ক্রিয় থাকা', অর্থাৎ কেবল নীরবতা বা কর্মহীনতা নয়, বরং অধিকার লঙ্ঘনের জ্ঞান এবং তা বন্ধ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে অস্বীকৃতি বা ব্যর্থতা। বর্তমান ক্ষেত্রে, ২০০৯ সাল থেকে, আপিলকারী এবং/অথবা তার পূর্বসূরিরা উত্তরদাতা নং ১ এর ট্রেডমার্ক গ্রহণ, ব্যবহার এবং নিবন্ধনের বিষয়ে অবগত ছিল এবং এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ বা আপত্তি জানাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ছিল। ২০১৪ সালে, আপিলকারী উত্তরদাতা নং ১ এর ট্রেডমার্ক "কাইমট্রাল" এর নিবন্ধন এবং ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সহ ট্রেডমার্কটি অর্জন করে। এটি মেনে নেওয়া এবং বন্ধের উভয় প্রতিরক্ষার জন্য যোগ্য।"

৯১. সুতরাং, বিলম্বকে মেনে নেওয়ার সাথে একীভূত করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এটি সঠিক নয়। আমরা মনে করি না যে, আপিলকারীরা ২০১৪ সালে প্রথম উত্তরদাতার নিবন্ধন এবং মার্কের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে মানে আপিলকারী-বাদী এতে মেনে নিয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক কাজ নয় এবং যা মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে ত্রাণ অস্বীকার করার জন্য প্রয়োজনীয়।

১১. আমরা এই মত পোষণ করি যে, এটি এমন একটি মামলা নয় যেখানে ওয়ান্ডার লিমিটেড (উপরিউক্ত) উপেক্ষা করা হয়েছে। বরং, ডিভিশন বেঞ্চ একটি নীতির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক আইনের ত্রুটিগুলি নির্দেশ করে। আমরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে পারি যা এর মধ্যে ঘটেছে। ১৭.১১.২০১৭ তারিখের পর, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তার নিজস্ব আদেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া সত্ত্বেও, যা এই আদালত কর্তৃক আজ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয়েছে, আপিলকারী একটি নতুন ট্রেড নামে, অর্থাৎ 'কাইমোওক' নামে একই পণ্য বিক্রি শুরু করেছে। আমরা গত ১০ মাসে আপিলকারী কর্তৃক এই নতুন ট্রেড নামের অধীনে করা বিক্রয়ের পরিসংখ্যান দেখেছি যা ১৭.১২.২০১৭ থেকে ১৮.০৮.২০১৮ পর্যন্ত ২.৭১ কোটি টাকার অঙ্কে পৌঁছেছে।

১২. আমরা আরও বলতে পারি যে, এই ট্রেড নামটি ২০০৮ সালের একটি তারিখ থেকে কার্যকর করে ১৪.১১.২০০৯ তারিখে আপিলকারীর নামে অনেক আগেই নিবন্ধিত হয়েছিল, কিন্তু আপিলকারীর বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের রায় পাশ না হওয়া পর্যন্ত এটি ব্যবহার করা হয়নি। আমাদের আরও জানানো হয়েছে যে, অবশিষ্ট মজুত সামগ্রী ট্রেড নাম "কাইমট্রাল" এর অধীনে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর উৎপাদিত সামগ্রী আপিলকারীর পক্ষে স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করা সত্ত্বেও উক্ত ট্রেড নামে বিক্রি করা হচ্ছে না।

ডিসেম্বর, ২০১৭ থেকে আগস্ট, ২০১৮ পর্যন্ত "চাইমোওক"-এর বিক্রির পরিসংখ্যান এবং "নতুন" বাণিজ্যিক নামে আপিলকারীর বিক্রয় যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টি দেখে, আমরা মনে করি না যে ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিলকারীর পক্ষে আমাদের বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত, কারণ আপিলের অধীনে রায় দ্বারা সুবিধার ভারসাম্য ভালভাবে পরিবেশন করা হয়। অতএব, আপিলটি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

নিধি জৈন

আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal